যুগান্তর

তারিখ ... 30 OCT 2013 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিগত তিন দশকে সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা লোপাট হয়েছে এবং এই অর্থ লোপাট করেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। জানা গেছে, অবৈধ নিয়োগ পেয়ে এমপিও গ্রহণ, এমপিওভুক্ত শিক্ষকের মৃত্যুর পরও তার নামে বেতন উত্তোলন করে আত্মসাৎ, শিক্ষক নিয়োগ না দিয়েই এমপিও গ্রহণসহ নানা উপায়ে এসব দুর্নীতি হয়েছে। এ অর্থ লোপাটের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদফতর (নাউশি) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাও জড়িয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ যে পর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ানোর কথা সেই পর্ষেরাই পরিণত হয়েছে ভূতে। দুর্নীতির সর্বগ্রাসী চক্র এভাবেই ঘিরে রেখেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে।

১৯৮০ সালে সরকার ডিআইএ প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মানসহ প্রশাসন-ব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ১৩০ জনের জনবল নিয়ে গঠিত ডিআইএ'র প্রতিষ্ঠাকালে এর আওতাধীন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল সাত হাজার ২২১। বর্তমানে এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭ হাজার ৬৪৭। ডিআইএ প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরে সারাদেশের এক হাজার ৬১০টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে এসব প্রতিষ্ঠানের ১০ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩ টাকার দুর্নীতি উদ্ঘাটন করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে উদ্ঘাটিত দুর্নীতির পরিমাণ ৫ কোটি ৪৮ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। সর্বোচ্চ দুর্নীতি উদ্ঘাটিত হয় ২০০৬-০৭ অর্থবছরে, যার পরিমাণ ৫৭ কোটি ১৩ লাখ ৪৭ হাজার ৮১৬ টাকা। এর মাঝের বছরগুলোতেও কি-বছরই কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির রিপোর্ট তারা জমা দিয়েছে দুর্নীতির টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দানের সুপারিশসহ। না ফেরত এসেছে সে সুপারিশের টাকা, না শাস্তি পেয়েছে দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। উপরন্তু এই দুর্নীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছেন ডিআইএ'র লোকজনও। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুসন্ধানে ডিআইএ'র কার্যক্রমের ওপর চালিত এক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে আরও গুরুতর অভিযোগ। তদন্ত দলের প্রধান জানিয়েছেন, ডিআইএ'র কতিপয় পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ভিসি করে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে থাকে। দুর্নীতির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও কম দায়ী নন। প্রশ্ন হল, এই শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে? আমরা এই দুর্নীতির সমূলে উৎপাটন চাই। এজন্য সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবে, এটাই কাম্য।